সরকারি বৃত্তির টাকায় টিফিন বক্সও কেনা যায় না

বৃত্তির ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

■ মেহেদী হাসান

'প্রতি মাসে বৃত্তির ভাতার যে টাকা দেওয়া হয়, তা দিয়ে একটি মানসম্পন্ন স্কুলের জন্য ব্যবহৃত টিফিন বক্সও কেনা যায় না। এত কষ্ট করে পড়ালেখা করে বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের ভাতা এত কম দেওয়া হয় কেন?' এমন প্রশ্ন রেখেছেন এবার জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত আফনানের পিতা মো. রবিউল ইসলাম। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা রবিউল ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, বর্তমান বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃত্তির ভাতা তিন গুণ বৃদ্ধি করা উচিত। শুধু রবিউল ইসলাম নয়, বৃত্তিপ্রাপ্ত অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রশ্ন, বৃত্তির ভাতার টাকা এত কম কেন? মিরপুরের বাসিন্দা ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ইশাক বলে, 'বৃত্তির ভাতার টাকা দিয়ে স্কুলব্যাগও কেনা যায় না'। আরেক শিক্ষার্থী আর্নাফ বলে, 'বৃত্তি পেয়েছি শুনে অনেক বন্ধু খাওয়ার আবদার করেছে। জানি বৃত্তির টাকায় একজন বন্ধুকেও ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে দিতে পারব না। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বন্ধুদের খাওয়াতে হবে।'

সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মেধাবৃত্তিতে ৪৫০ টাকা ও এককালীন অনুদান হিসেবে বছরে ৫৬০ টাকা পাবে। আর সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মাসে ৩০০ টাকা ও এককালীন অনুদান হিসেবে বছরে ৩৫০ টাকা হারে বৃত্তির অর্থ পাবে। এছাড়া বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের মাসিক বেতন, ভর্তি ফি বা অন্য কোনো অতিরিক্ত ফি নেওয়া হয় না। এবার জুনিয়র বৃত্তিসহ বিভিন্ন বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে ৬৮ হাজার ৭৬৮ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে নয়টি সাধারণ ধারার শিক্ষা বোর্ডের ৪৬ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তির জন্য ১১ হাজার ১৮০ জন, এবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তির জন্য ১১ হাজার ১৮০ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জেএস ও জেডি বৃত্তির জন্য ২০৮ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ও শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ গত বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে বৃত্তির ফল ঘোষণা করেন। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এবার জুনিয়র বৃত্তির ফলাফলে দেশসেরা দিনাজপুরের চিরিরবন্দরের আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল। প্রতিষ্ঠানটি থেকে অংশ নেওয়া ৮৪ জন শিক্ষার্থীর সবাই বৃত্তি অর্জন করেছে, যা শতভাগ সাফল্যের বিরল দৃষ্টান্ত। এর মধ্যে ৬৮ জন শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে এবং ১৬ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ৫৫ জন ছাত্র ও ২৯ জন ছাত্রী রয়েছে। অন্যদিকে বরিশাল জিলা স্কুলের ৯৭ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৫ জন বৃত্তি লাভ করেছে। যার মধ্যে ৫৬ জন ট্যালেন্টপুলে স্থান অর্জন করে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এই প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি প্রাপ্তির হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯৮ শতাংশ।

শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, 'এবার জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্তদের যে ভাতার টাকা দেওয়া হবে, সেটা বিগত সরকার নির্ধারণ করে রাখে। আগামী বছর বৃত্তির ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে।' জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় যারা বৃত্তি অর্জন করেছে, তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, 'এ বৃত্তি শুধু একটি পুরস্কার নয়, এটি মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি। আমি আশা করি, এ শিক্ষার্থীরা আগামী দিন দেশের উন্নয়নে, জ্ঞানচর্চা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

জানা গেছে, গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জুনিয়র বৃত্তিতে শিক্ষার্থীর আর্থিক সুবিধা দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে এই প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, ট্যালেন্টপুল বৃত্তিতে মাসিক ভাতা ৪৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯০০ টাকা এবং বার্ষিক অনুদান ৫৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ১২০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। এতে একজন শিক্ষার্থী বছরে ১১ হাজার ৯২০ টাকা পেত, যা বর্তমানে ৫ হাজার ৯৬০ টাকা। অন্যদিকে, সাধারণ বৃত্তি কোটায় মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা এবং বার্ষিক অনুদান ৩৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এতে একজন শিক্ষার্থীর বার্ষিক সুবিধা ৩ হাজার ৯৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৭ হাজার ৯০০ টাকা পেত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলেন, মাউশির প্রস্তাবটি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি মেলেনি। এ কারণে প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।